প্রথম আলো

11 MAY 2009

তারিখ 12 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

যৌন নিপীড়ন নিরোধনীতি প্রণয়ন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব আচরণবিধি তৈরি করতে মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা

উদিসা ইসলাম ●

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রণীত যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালার আলোকে প্রত্যেক সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব আচরণবিধি প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। ২২ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক চিঠিতে ওই আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে বলেছে।

জানা যায়, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ওই নীতিমালার আলোকে যৌন নিপীড়নবিরোধী নিজস্ব আচরণবিধি প্রণয়ন করবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এ সংক্রান্ত কাজ শুরু করেছে।

২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালার খসড়া তৈরি করে। রাজশাহী, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের কয়েকটি ঘটনা এবং আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

জানা যায়, খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, যৌন নিপীড়নের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শাস্তি মৌখিক সতর্কীকরণ এবং সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে চাকরিচ্যুত করা হতে পারে। অপরাধী যদি শিক্ষার্থী হন, তাহলে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে চিরতরে বহিষ্কার করা।

ইউজিসির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, 'সরকার পরিবর্তিত হওয়ায় নীতিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নীতিমালার আলোকে আচরণবিধি তৈরির দিকনির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।'

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুস সোবহান বলেন, 'নীতিমালা ও আচরণবিধি অবশ্যই হবে। পরিস্থিতির কারণে এটা করতে হচ্ছে। বিষয়টি আধুনিক সমাজের জন্য লজ্জার।'

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে গত বছর একটি কমিটি গঠন করে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু করে। এ সম্পর্কে উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী বলেন, 'কমিটি নিজেদের মতো কাজ করেছে। এ বিষয়ে তারা বিস্তারিত কিছু এখন পর্যন্ত জানায়নি।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাপন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ইউজিসির মাধ্যমে একটি অভিন্ন নীতিমালা করা হলে সেটা প্রয়োগে সুবিধা হতো।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২ সাল থেকে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন করে আসা শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নবিরোধী একটি নীতিমালা প্রণয়ন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে শুরু থেকে সক্রিয় অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, ইউজিসির তৈরি করা যে নীতিমালাটা প্রস্তাপনের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা নীতিমালার মিল আছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নীতিগতভাবে এটা গ্রহণও করেছে।

জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের নেতা ফয়সাল রহমান বলেন, খসড়া নীতিমালা সিন্ডিকেট নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেও শিক্ষক রাজনীতির কারণে এটা চূড়ান্ত হয়নি। তিনি আরও বলেন, প্রস্তাপনটা ইতিবাচক হলেও সংশয় থেকে যাচ্ছে। কারণ জাতীয় সংসদ ছাড়া এমন কোনো নির্দেশ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানতে বাধ্য কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী বাধন অধিকারী এ বিষয়ে বলেন, 'ইউজিসির পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আচরণবিধি প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া ইতিবাচক। এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেটা না করলে আবারও আন্দোলনে নেমে এটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) রঞ্জিত কুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আশা করা যায়, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় যত শিগগির সম্ভব নিজস্ব আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।'